গ্রন্থস্বত্ব : প্রশান্ত দাস

প্রথম প্রকাশ : ১ বৈশাখ ১৩৫৭

প্রচ্ছদ : তপন মিত্র

প্রকাশক : শম্ভু রক্ষিত
মহাপৃথিবী
১১ ঠাকুরদাস দত্ত প্রথম লেন
হাওড়া-১

মুদ্রক : কৃষ্ণপদ পাত্র
রেণুকা প্রেস
আমতা, হাওড়া

বাঁধাই : অশোকা বাইণ্ডিং ওআর্কস
৮০ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট
কলকাতা-৯

স্থ ব্র ত চ ক্র ব র্তী

লোকান্তরিত কবিবন্ধুকে

॥ চারটি অনুবাদ ॥

সংসারের ধূসর উত্তরপত্র উড়ে যাচ্ছে

জীবনের দুঃখী বাদুড়ের মতো ব্যাকরণ ছিঁড়ে ফেলে
বুক ভ'রে চোখ ভ'রে হয়তো বা প্রাণ ভ'রে মেখে নিচ্ছি
ভোররাতে সাহিত্যের জাফরিকাটা চাঁদ সূর্য
কবিতার কনকনে জটিল কুয়াশা, গল্পের ফিসফিসে হিম হাওয়া –
অল্পপ্রাণ ঘুমন্ত বর্ণেরা রক্তের সব্যসাচী কণিকায় ছুটে যাচ্ছে
মহাপ্রাণ সৃষ্টির সংগীত হ'য়ে।
দুর্বার বাক্যের ঝড়ে উড়ে যাচ্ছে সংসারের ঝুরিনামা বুড়ো বট থেকে
পরীক্ষার ধূসর উত্তরপত্র,
কারক বিভক্তি নিয়ে শরীরের নিদারুণ যন্ত্রণা জ্বরজ্বালা
শিক্ষকের চিকিৎসা ছাড়াই বারবার সেরে যাচ্ছে –
অসবর্ণে সন্ধি হ'য়ে জ্ঞানের গভীর সত্যে নিপাতনী অমোঘ নিয়মে,
একান্ত কাছে আসছে মানুষেরা মানুষীরা সাইক্লোন মাথায় ক'রে
ভালোবেসে অবুঝ বুদবুদের মতো দু'একটি সাবধানী রূপক সমাসে। –
প্রকৃতি প্রত্যয় সেকি জীবনের চেতনার মূলে
আনন্দ বেদনার তীব্রতম অনুভূতি নয় ?
পৃথিবীর বুক ছুঁয়ে দেখি ক্রমাগত প্রেমের ধপধপে সিন্ধুসারসেরা
ভেসে যাচ্ছে অপার্থিব ধ্বনির তরঙ্গ ঢেলে ঢেলে
বন্দর পেছনে ফেলে ফেলে অফুরন্ত শব্দ শুধু গাঁথা থাকছে মহাকালে।
এ-ভাবেই পর্বতে অরণ্যে সমুদ্রে হয়তো বা মহাশ্মশানেই
অলঙ্কার বোনা হ'তে থাকে, বোনা হ'য়ে থাকে,
ফ'লে থাকে বুভুক্ষু কিছু মানুষের চিরকাল বাঁচবার মতো
কিছু মুঠো চিন্ময় দর্শনের ধান। –
শুধু বুকের বিশ্বাসী বাসা ঘুপসী পেঁচার মতো
প্রবঞ্চক বক্তৃতায় প'চে গ'লে মমি হ'য়ে গেলে
জীবনের দুঃখী বাদুড়ের মতো ব্যাকরণ ছিঁড়ে ফেলে
এই যাযাবর হেঁটে যায় ভোররাতে কবিতার কুয়াশায়
গল্পের ফিসফিসে হাওয়ায় আলোয়।

সজারুর ধারালো কাঁটার মতো ভয়

নতুন শহরের চমকটা যেন অনভিজ্ঞ হাতে পিঁয়াজের
খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে হাতেই হারিয়ে গেল –
যেমন ক্রমশ পুরোনো হ'তে হ'তে হারিয়ে যায় মৃতের উজ্জ্বল সম্পর্কগুলো।
রাস্তাঘাট সব বিধবার ধুতির কালো পাড়ের মতো বিষণ্ণতায় ভুগছে –
মানুষের উত্তপ্ত স্পর্শকে উত্তপ্ত রাখবার একতিল শক্তি নেই আর।
জি, টি, রোডকে পেছনে ফেললে এখন শুধু জি, টি, রোডই পেছনে প'ড়ে থাকে
বি, সি, রোডের অসংখ্য মোড়ের অজস্র ব্যবসায়িক চঞ্চলতা
এখন থেমে গেছে –
নারীর পুরোনো শরীরকে ঘিরে পুরুষের পুরোনো চঞ্চলতা
যেমন থেমে যায়।
শ্যামসায়রের চকচকে গাটা দেখতে দেখতে শীতের কামড়ে
খসখসে হ'য়ে গেল,
টাউনহল পার্কের বিরহী কৃষ্ণচূড়াগুলো ভিখিরিদের মিছিলে মিছিলে
হুড়মুড় ক'রে ভেঙে প'ড়ছে,
এখন আমি আর হন্যে হ'য়ে সদরঘাটের নিঃসঙ্গ কৃষকসেতু
দেখতে ছুটি না,
হোটেলবয়েরা টেবিলে চিয়ার উল্টে দিলেও এখন ভেতরে আমার
চামড়ার মতো রুটিতে বাসি তরকারী কাদার মতো শুকিয়ে থাকে।
আমার পেরেকভর্তি চটির শব্দে ভয় পেয়েই বুঝি শিশুর মতো
বিজয়তোরণের আশ্চর্য আলোগুলো পাথরের নারীর স্তনে মুখ লুকোয়।

সম্পর্ক পুরোনো হ'য়ে গেলে সজারুর ধারালো কাঁটার মতো
আঘাতের ভয় খাড়া হ'য়ে ওঠে,
দাঁতাল শুয়োরের মতো ভয়ঙ্কর ঘৃণা অদৃশ্য ভালোবাসার খরগোসকে
মাটিতে গেঁথে ফেলবে জেনেও কয়েকটি বিষণ্ণ নাবিকের মতো মানুষ
বেপরোয়া মুখোমুখি চায়ের ভাঁড়ে কাগজের নৌকো ভাসিয়ে চলে।

ঝাঁক ঝাঁক নার্সের ধপধপে পোশাক প'রে তখনই মুমূর্ষু মনের কাছে
কিছু নতুন আশ্বাসের ছবি মরিয়া হ'য়ে ছুটে আসে –
আমি ক্রমশই জানতে পারি, কোনো মানুষের একটা জীবনে
পৃথিবীর সমস্ত গ্রাম শহরকে ছেঁড়া জামার মতো পুরোনো করা যাবে না।

বিদেশী মানুষ

আমি তোমাদের দেশে একান্তই নিঃসঙ্গ বিদেশী মানুষ
আমার শিরায় আজ একবিন্দুও নীলরক্ত নেই –
আমি কেমন ক'রে রক্তের সম্পর্ক প্রমাণ ক'রবো, ভাই ?
এই অজানা নিশ্চিন্ত পৃথিবীর বাতাসে অনেক চেষ্টা করেও
চোপসানো ফুসফুস দুটোকে ফাঁপিয়ে ফানুস ক'রতে পারিনি
কারণ অজস্র জটিলতা সেখানে জাফরি বসিয়ে দিয়েছে।
আমার চোখের তারা মরামাছের মতো অনেক আগেই শুকিয়ে গেছে
তোমাদের কোনো যন্ত্রণায় কাঁদলেও আজ এক ফোঁটাও জল পড়ে না !
আমি পুরোনো দড়ির মতো ধুলোটে দেহটাকে রঙ ফিরিয়ে ফিরিয়ে
তোমাদের সঙ্গে ডানার শব্দঝরা বিকেলে নিজস্ব ঘরে ফেরাতে পারিনা –
আমার ইচ্ছেরা এখন অজগরের মতো বিছোনো পথে ধুঁকতে ধুঁকতে হাঁটে,
আর বিষাক্ত সন্দেহের ঝাঁক ঝাঁক তীর চতুর্দিক থেকে মনের ওপর
ক্রমাগতই ঝাঁপিয়ে পড়ে।

এই পরিশ্রান্ত পথিকের ঘাম ঝ'রে ঝ'রে যখন সীমাহীন রাস্তার কাদা বেড়ে যায়,
এই অবাস্তব মানুষটার বাগানে যখন কাঠঠোকরারা ঠক্‌ঠক্ ঠোঁট ঠোকে,
এই উদাসীন লোকটার টালির চালের বাতায় যখন সাপেরা নিশ্চিন্তে
খোলস ছেড়ে যায় –
তখন একটা শিশুও ভালো ব'লতে পারে কোন্ দুর্দান্ত দেশের নাগরিকতা
অর্জন ক'রেছি আমি !
তাই আমার বুকের মধ্যে আজ আর কোনো থেঁতলানো আত্মা নেই,
একটা জংধরা জড়দ্গব মান্ধাতা আমলের দেরাজ আছে শুধু –
যেখানে ঘেঁষের মতো গুঁড়িয়ে যাওয়া ভালোবাসাগুলোকে আমি
সোনার ধুলোর মতো বুরুশে ক'রে পথ থেকে তুলে তুলে রেখেছি।

আমার মায়ের গর্ভ থেকে যে-মুহূর্তে এই যান্ত্রিক মাটিকে স্পর্শ ক'রেছি
সেই মুহূর্ত থেকেই আমি তোমাদের দেশে একান্তই নিঃসঙ্গ বিদেশী মানুষ।
তবুও আমারও একটা স্বদেশ আছে – যেখানে আমার অতিবৃদ্ধ পিতা
এই ভবঘুরে ছেলেটার শেষবার শেষরাত্রিতে ঘরে ফেরার জন্যে জেগে আছে।

কিভাবে কতোদিন বেঁচে থাকবো

কিছুটা কাদাটে অভিজ্ঞতা প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর মতো হুড়মুড় ক'রে
বনজঙ্গল ফুঁড়ে কঙ্কালসার জীবনের শুকনো শেকড় বাকড় বেয়ে
হৃৎপিণ্ডের খোপে খোপে উঠে আসে
বেহিসেবী বাউণ্ডুলে ফণিমনসার মতো দুর্ধর্ষ শব্দের ভ্রূণেরা মুহূর্তেই জন্ম নেয় –
এ-সব আনন্দ-যন্ত্রণাকে নিয়ে কিছু কিছু কাঠবেড়ালীর মতো মানুষ মানুষী
আজীবন খেলা করে,
পৃথিবীর প্রেমিক প্রেমিকারা এখানেই অদৃশ্য ক্লোরোফিলের ঘর সংসার পাতে।

মানুষের ভঙ্গুর সুখ দুঃখের কুঁড়েঘরের পাশে পাশে সুখ দুঃখের রাজপ্রাসাদ
গ'ড়ে ওঠে
নীলকণ্ঠ পাখির পালকের মতো চৌচির জীবনকেও ভুরভুরে চন্দনকাঠের
বাক্সে তুলে রাখি তখন,
অগভীর কোলাহলের মধ্যে অবহেলায় হারিয়ে গেলেও গভীর কলরবের মধ্যেই
সযত্নে ফিরে আসি আবার।
শিশুর মতো ব্যক্তিগত একাকিত্বে চুপি চুপি হাসিকাঁদি জগতের এইসব
খাঁটি শিশুদের ভিড়ে –
সিন্ধুসারসেরা যেমন ভালোবাসা-ঘৃণার ডানা দুটোতে সাঁইসাঁই
শব্দ তুললেও
ঘৃণা-ভালোবাসাকে কেমন নির্দ্বিধায় পাহাড়ের চূড়োয় সমুদ্রের জলে
ফেলে ফেলে উড়ে যায়।

কিভাবে কতোদিন বেঁচে থাকবো এ-আমার একান্ত অন্তরঙ্গ জগতের মন্ত্রগুপ্তি
বনে জঙ্গলে পাহাড় খাদে বেহিসেবী বাউণ্ডুলে দুর্ধর্ষ ফণিমনসারা কি
অনন্তকাল বেঁচে থাকে না?

টুকরো টুকরো দুর্ভাগ্যের মতো ইঁদুরগুলো

আমার অন্ধকার টালির ঘরে টুকরো টুকরো দুর্ভাগ্যের মতো সারাদিন ইঁদুরগুলো মিশে থাকে। কিংবা অমোঘ সর্বনাশের মতো সন্ধ্যায় সারবেঁধে সাধের বাগান থেকে মাটির ঘরে উঠে আসে – আমার স্বপ্নের বই-পত্রপত্রিকা পাণ্ডুলিপি চিঠিপত্র প্রেমিকার স্মৃতির ওপর নিদারুণ দুর্বলতা ওদের – কি ভীষণ. অসহায়ভাবে নারকোলের মতো সারারাত আমার চোপসানো ফুসফুস দুটোকেই কুরে কুরে চলে ওরা! কিন্তু আমি প্রতিহিংসায় সেঁকোবিষ কাঠের কলের ফাঁদ পেতেও বারবার হেরে যাচ্ছি।

অথচ ক্রমেই আমি বুঝতে পারছি আমার সমস্ত সত্তা ইস্পাতের ধারালো ইঁদুর হ'য়ে উঠছে। আমি অদ্ভুত ক্রূরতায় ইঁট চুন সুরকি বালি সিমেণ্ট রড খুঁজে চলেছি। আত্মীয় গাছগুলোকেই গুণে গুণে হিসেব ক'রছি কতোগুলো মজবুত দরজা জানলা আলমারি তৈরি করা যায়। কিংবা উচ্ছল ঢেউয়ের মতো ছাত্রছাত্রীদের কেবলই পরীক্ষা ক'রে দেখছি মন মন নিরেট কালো কয়লা গড়া যায় কিনা। অথবা শাইলকের মতো ভাবছি শাঁসালো যুবতীর শরীর থেকে কতোটা লোভী মাংস কেটে আমার বিছানায় ঘুম পাড়িয়ে রাখতে পারি। এভাবেই আলোকিত অট্টালিকা গ্রন্থাগার বিদ্যালয় বৃক্ষ নারীর মধ্যে অসংখ্য ইঁদুর ইঁদুরী হ'য়ে আমি প্রতিমুহূর্তে চুপিসারে ঢুকে প'ড়ছি।

কি একটা অদৃশ্য অস্থিরতা – ইঁদুরের হাত থেকে আমার, এবং আমার হাত থেকে পৃথিবীর কিছুতেই নিস্তার নেই। তাই কথা দিচ্ছি মা, তুমি এবার যেদিন আমার ঘরে বিষের গুলি রেখে যাবে, আমি আর পালিয়ে বেড়াবোনা - আরোগ্যকামী রুগীর সবুজ ইচ্ছের মতো সবগুলো খেয়ে নেবো। অন্তত একবার মেরুদণ্ড খাড়া ক'রে ধূর্ত ইঁদুর ইঁদুরীর কাছে আমি নিশ্চয়ই জেতবার চেষ্টা ক'রবো।

নিরর্থক শ্মশানযাত্রা

বন্ধু, আমার মৃতদেহটা কাঁধে তুলে শ্মশানের পথে
চোখের জলের ফোঁটার ওপর ঘাস ঝরাতে হবে না –
আমি তো ইলেক্‌ট্রিক চুল্লীর মধ্যে ছাইয়ের শরীর হ'য়ে আছি।

ভোলগার প্রাচীন ভোর থেকে গঙ্গার আধুনিক রাত্রি পর্যন্ত
হৃৎপিণ্ডটায় নানান চরিত্রের রক্ত পুরে পুরে পুড়িয়ে ফেলেছি,
ফুসফুস দুটোয় সাপুড়ের মতো সাপের নিঃশ্বাস ভ'রে ভ'রে
সারা শরীরে অসংখ্য ডোরা ডোরা দাগ বেরিয়েছে –
মেরুদণ্ড আর পাঁজরাগুলো সুড়ঙ্গের ক্লীব পথেই হাঁটে এখন।
চোখদুটোর ওপর নারীর লোভী মাংসেরা বর্শার মতো বিঁধে বিঁধে
আলোটুকু কেড়ে নিয়েছে। লিউকোমিয়া রুগীর ভাড়াটে
রক্তকণিকার মতো ভালোবাসার শক্তি হারিয়ে ব্যক্তিত্বহীনতায় ভুগছি।

অর্থাৎ, আমি এখন রাম শ্যাম যদু মধু হ'য়ে ভিড়ে মিশে গেছি –
যেন জলের স্রোতের ওপর এক ফোঁটা চরিত্রহীন জল। তবু কি ভীষণ
ভিখিরির মতো
একএকটা দিনকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে কুড়িয়ে কাঙালপনা ক'রি!
অথচ বুঝতে পারছি না, সন্ন্যাসীর ভিক্ষা পাত্রে আকাঙ্ক্ষার ধুলো
কেমন ক'রে পিছলে যায়? কিংবা জেলের জমাট অন্ধকার সেলের মধ্যেও
কি ক'রে স্বেচ্ছায় পূর্বদিকে একটা জানলা ফোটানো যাবে? –
আমি যে মরচে পড়া অভ্যাসের শেকল দিয়ে আত্মাকে গৃহপালিত পশু
ক'রে রেখেছি।

অতএব, নিরর্থক শ্মশানযাত্রার কষ্ট কাঁধে তুলে নিওনা বন্ধু –
একটু ছুঁলেই আমার ছাইয়ের শরীরটা হুবহু মামুলি ছাই হ'য়ে যাবে।

তবুও অর্কেস্ট্রার মতো কিছুক্ষণ

মানুষের আনন্দ-যন্ত্রণার সঙ্গে অনেককাল অদৃশ্যভাবে
জলের কণার মতো মিশে থাকলে
কোনো ভাবেই সুরের সূক্ষ্মতায় জীবনের ব্যক্তিগত সেতারকে
বেঁধে নেয়া যায় না –
অভিজ্ঞতাগুলো কেবলই বিদেশী আর্তির মতো
চোখের আকাশ দিয়ে
ঝটফট ক'রতে ক'রতে হারিয়ে যেতে থাকে
এবং বুকের গভীরে শেকড়বাকড়ের শরীরে
ক্রমশ অস্থির দীর্ঘশ্বাসে ঘুণ ধ'রে যায়।

প্রতিটি মানুষের নিজস্ব আলগা মাটিতে
কিছু কিছু নিজস্ব কেঁচো গজিয়ে ওঠে ব'লেই
একই দুঃখসুখের ঝকঝকে কলকব্জাতেও
একই সুরে মানুষেরা কখনই বেজে ওঠে না –
অর্কেস্ট্রার ভেজাল আবহাওয়ার মতো তবুও সকলকেই
কিছুক্ষণ পৃথিবীর আসরে আসতে হয় শুধু,
অথবা ভীষণ ধুলোটে অবহেলায় নিঃসঙ্গ খোপের মধ্যে
হাড়গোড় মুড়ে ঘুমিয়ে থাকতে বাধ্য হ'তে হয়।

কেন-যে পড়ন্ত বেলায় আজও গভীর রাগিণীগুলোকে
সেতারে তন্ময় ব্যঞ্জনায় জাগাতে পারছিনা জানি না –
বুকের জবজবে তারগুলোয় যখনই অনেক মমতার মেজাপ ছুটো
ঝুঁকে আসে
তখনই ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হ'য়ে
একটুকরো ভারী চেলাকাঠের মতো প'ড়ে থাকি।

হিম শোকের হারপুনে

কনকনে হিম শোকের হারপুনে কল্‌জেটা বিঁধে
দুশ্চিন্তার মুগুরে মগজটা ভেঙে চুরে গুঁড়িয়ে
শব্দের আর আলোর মহাজাগতিক গতিকেও পেছনে ফেলে ছুটছি
ছুটছি সেই রঙজ্বলা থমথমে কালচে দরজাটার দিকে প্রেতাত্মার মতো
যে-দরজার ভাঙাচোরা পাল্লা দুটোকে ঘৃণায় লাথি মেরে
হাট ক'রে ফেলে এসেছি নক্ষত্র রাম্নের যুগে!
জল্লাদের মিশমিশে কালো শিরবেরকরা আঙুলগুলো
তুলতুলে ভালোবাসার মেরুন সাদা পালক ছিঁড়ে ফেললে
যীশুর পবিত্র রক্তের ফোঁটার চারপাশে
পিঁপড়ের মতো অসংখ্য চিঁড়িয়াখানা গজিয়ে ওঠে,
মানুষের বাজপড়া আস্তানা ক্রমশই হায়নায় গিজগিজ ক'রতে থাকে।

সন্ন্যাসীর গেরুয়া ঝোলাটা কাঁধে তুলে নিয়ে কখন কিভাবে যেন
অতীতটাকে কালিতোলা ইরেজারে ঘষে তুলে ফেলেছিলাম।
মনে হয়েছিল, কস্তুরীমৃগের মতো ভালোবাসা-টালোবাসা পুষলে-টুষলে
মানুষের বনবাদাড়ে নিরাপত্তাহীন ছোটাছুটি ক'রতেই হবে—
পালিয়ে যেতে হবে মানুষের কাছ থেকেই লুকিয়ে চুরিয়ে
কোনো স্বপ্নের সুবর্ণরেখার জলপ্রপাতের দিকে দীর্ঘশ্বাস লুকোতে।
কিন্তু কৈশোরের কিছু পলাশ স্মৃতি আচমকা আগুনের লাগাম টেনে ধরলো
আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেও প্রিয়তম জ্যাঠামণির প্রাণহীন পাঁজরায় দু'ফোঁটা
গরম চোখের জলও রাখতে পারলামনা,
আমার মুমূর্ষু মায়ের জীর্ণ বুকে বালকের মতো একান্ত আশ্রয়ে শুধু
মুহূর্তের জন্যে চোখমুখ লুকিয়ে ফেলতে পারলাম।

ঈশ্বর, আমার কল্‌জেটা হিমাশোকের হারপুনে কেবলই বিঁধে যাক
দুশ্চিন্তার মুগুরে মগজের অভিমানী মহাপ্রাচীরটা ভেঙে চুরে গুঁড়িয়ে যাক—
আমার পেছনে পড়ে থাকা ভালোবাসার ছেঁড়া খোঁড়া রক্তাক্ত
পালকগুলো কুড়িয়ে বাড়িয়ে
ভিখিরির মতো আমার রুগ্ন বুকেই আবার গেঁথে নিই।

আমার আমিকে, তোমার তুমিকে যখন

হয়তো অশেষ যন্ত্রণা পাবো, তবু আমার আমিকে
এবং তোমার তুমিকে অন্তত একবার মুখোমুখি দাঁড় করাতে হবে।

কয়েক কোটি সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্রকে প্রাণপণে শক্তিশালী
সরীসৃপের মতো সাঁতার কেটে কেটে তলিয়ে যাওয়া
বিস্মৃতি থেকে শুধু তুলে আনা : অগণিত গ্রহণ
জোয়ার ভাঁটা ভূমিকম্প বিস্ফোরণ মহাপ্লাবন শুরু হবার
মুহূর্তে আমি কোন্ যুগে সাহসে আমার ঠিক
কতোখানি কাছে ছিলাম, কিংবা ভয়ে দূরে দূরে পালিয়ে
বেড়িয়েছি, তুমি দু'হাতে মুখ ঢেকে কতোবার কেঁপে কেঁপে
কেঁদেছো, কিংবা কোমরে আঁচল জড়িয়ে দু'চোখে আগুন জেলে
রুখে দাঁড়িয়েছো তার একটা ধারাবাহিক সমীক্ষায় নিশ্চয়ই
আজকের আমি আমাকে খুঁজে পাবো, আজকে তুমি তোমাকে খুঁজে পাবে।

আমার বহু প্রাচীন রক্তের ধারাকে যত্ন ক'রে ছেঁকে ছেঁকে
পরীক্ষা ক'রে দেখলাম, প্রতি যুগেই বাবা-মা'র থেকে

আশ্চর্য পৃথক হ'য়ে গেছে – বিচিত্র আনন্দ-যন্ত্রণার
অর্কিড ক্যাকটাসে নুড়িপাথরে ঝিনুক ফেনায় কি ভীষণ
দুঃসাহসিক ঘন গাঢ় রহস্যময় হ'য়ে উঠেছে। অথচ
আমি আজকের জটিল বন নদী সমুদ্র পাহাড়ে ঝোড়ো
হাওয়ার মতো ছুটে ছুটে সেইসব পরিচিতি রক্তের
তরঙ্গের চেনা মুখ দেখতে না-পেয়ে অবশেষে হতাশায়
ক্লান্তিতে শেষবারের মতো তোমার চোখের গভীরে
তাকালাম। জানিনা তুমিও তখন তোমার যুগান্তরের
শ্বেতলোহিত কণাগুলোকে হিসেব মতো প্রতীকে খুঁজে
পেয়েছো কিনা। – আমি অবিশ্বাস্য বিশ্বাসে
অনুভব ক'রলাম, আমার অলৌকিক রক্তের কণিকারা
হুবহু তোমার সঙ্গে মিলে গেল – কিন্তু তখন আমাদের
নিদারুণ অসহায় শরীরে-মনে-আত্মায় পরস্পরকে দেবার
মতো পরিমিত কোনো রক্তকণা নেই। – অনেক অতীতের
কিংবা সুদূর ভবিষ্যতের কোনো হৃদয়ের ঘরে তরল
চেতনা প্রবাহ ভুল ক'রে কখন কিভাবে যেন জমা প'ড়ে গেছে।

তোমাকে একটু অগোছালো ক'রে

আমি একটা মৈত্রেয়ীমনের জন্যে
অনেক আকাঙ্ক্ষার শীষ উপড়ে ফেলেছিলাম :

আমি তোমার দুটো যুবতী চোখের নিচে
আরও একটা বাড়তি চোখ দেখতে চেয়েছিলাম।
আমি তোমার দু'টো দীর্ঘশ্বাসের স্তূপের মতো বুকের তলায়
আরও একটা বাড়তি স্তূপ খুঁজতে চেয়েছিলাম।
আমি জানি সমস্ত সাজানো গোছানো সংসারের মধ্যে
অনেক অনেক রক্তঝরানো ফাঁকি থাকে –
আমি তাই তোমাকে একটু অগোছালো ক'রে নেড়েচেড়ে দিয়েছিলাম।

তুমি কিন্তু আমাকে একটুও নেড়েচেড়ে দেখলেনা –
আমাকে তোমার একেবারেই অপছন্দ বুঝি ?
তুমি তো আমাকে ব'লতে পারতে, 'তোমার হীরে দিয়ে অন্তত
আমাকে একটা আঁচড় কাটো !'
তুমি তো আমাকে ভীষণ ভয় পাইয়ে বুঝতে পারতে
আমার নীল ছোবলের ধার কেমন ?
তুমিতো যন্ত্রণায় চুরমার হ'য়ে দেখতে পারতে
তোমায় মুহূর্তে তিলোত্তমা ক'রতে পারি কিনা ?

আমি তো জানতাম, তোমার আধুনিক ছাঁদের মধ্যে
ষোলো আনাই নিক্তির ওজনের মেয়ে আছে –
আমি শুধু জানতে চেয়েছিলাম, তোমার মধ্যে কতোটা মেয়ে নেই !

জীবনের হিমঘরে দগদগে ধুনি

জীবনের হিমঘরে এক-একটা বড়োসড়ো দগদগে ধুনি জ্ব'ললে
যে-কোনো মানুষই সমস্ত মৃত্যুর মেরু সহজেই পার হ'য়ে যেতে পারে।
গনগনে আঘাত-অপমানের লকলকে শিখাকে শুধু
আজীবন জ্বালিয়ে রাখতে হয় – শুধু ভেতরের অসংখ্য
কাঙাল চোখ দিয়ে ওই আশ্চর্য আগুনের ফুলগুলোকে
শোকার্ত মায়ের সর্বশেষ সন্তানের মমতায় ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাওয়া।
সেইসব আণবিক ক্ষতর সূক্ষ্ম পাপড়িগুলো ক্রমশ শিশুর মতো স্নেহ
কেড়ে কেড়ে বড় হ'য়ে উঠবে – জটিলতায় গভীরতায় তুলি ডুবিয়ে ডুবিয়ে
যেমন শিল্পী যন্ত্রণার কণাগুলোকে লালন ক'রে চলে!
ওই ফুলগুলো তারপর পিরামিডের কৌণিক ত্রিতল পাথর
হ'য়ে হ'য়ে জ্বলন্ত ঈগলের মতো আকাশের বুকে উড়ে গিয়ে
বিরাট আশ্রয়ের উত্তপ্ত ডানা মেলে দেবে। তখন
দধীচির মতো নিরাসক্ত-নিস্পৃহ দর্শনে ঝাঁক ঝাঁক
আত্মরক্ষার অমোঘ অস্ত্র-শস্ত্র গ'ড়ে নিতে পারবে
মমির মতো শৈল্পিক মানুষ। বুকের খনির মধ্যে
হীরের মতো শব্দ থেকে সংসারী চাকচিক্যের মেকি জৌলুস
ক্রমশই ঝ'রে প'ড়ে সন্ন্যাসীর রুক্ষ পবিত্রতা ছেয়ে যাবে।
জীবনের হিমঘরে-ঘরে অমনি ভয়ঙ্কর পুরোনো স্যাঁৎসেতে
অন্ধকারে আঘাত-অপমানের লকলকে শিখাকে আজীবন বাঁচিয়ে
রাখতে কিছু বড়োসড়ো দগদগে ধুনি জ্ব'লে জ্ব'লে উঠবে।

যে-কোনো শেষ নিঃসঙ্গতায়

হলুদ বসন্ত পাখির মতো চুমোগুলোকে
যে-কোনো শেষ নিঃসঙ্গতায় তরুণী ঠোঁটে
প্রথম ডানামুড়ে ঝুপ ক'রে বসিয়ে দেয়া যায় –
সমস্ত দিন তারপর কী ভীষণ ধোঁয়াটে আচ্ছন্নতায়
কেটে যেতে থাকে, কেটে যায়।

পাটমাখা ভরাট মাটির মতো স্তনে
যে-কোনো দুঃখী শিল্পীর প্রেমিক আঙুলে
প্রথম প্রশান্ত প্রতিমা উঠে আসে –
সমস্ত পূজোয় তারপর কী করুণ বিসর্জনের বাজনা
বেজে যেতে থাকে, বেজে যায়।

হেমন্তের জলায় কুয়াশার মতো জটিলতা নামলে
যে-কোনো একান্ত ব্যক্তিগত শরীরে
প্রথম কিছু প্রশ্নকণা বিস্ফোরণের বিরুদ্ধতায় ফেটে যায় –
সমস্ত জীবন তারপর কী যন্ত্রণায় পঙ্গু ঘড়ি
মিলিয়ে নিতে থাকি, মিলিয়ে নিই।

পরাজিত মানুষের মতো

একটি পরাজিত মানুষের মতো
আমি একটা শাড়ির দোকানে ব'সে আছি –
তুমি শাড়ি কিনতে ঢুকলে,
আমি কতো সহজেই সেই স্বপ্নের শাড়িটি
তোমার হাতে তুলে দিলাম –
যে-শাড়িটি কোনোদিনই তোমার হাতে তুলে দেয়া
সহজ হয়নি।

একটি পরাজিত স্বর্ণশিল্পীর মতো
আমি একটা গয়নার দোকানে ব'সে আছি –
তুমি হার কিনতে ঢুকলে,
আমি কতো সহজেই সেই স্বপ্নের হারটি
তোমার গলায় পরিয়ে দিলাম –
যে-হারটি কোনোদিনই তোমার গলায় পরিয়ে দেয়া
সহজ হয়নি।

একটি অযোগ্য সম্রাটের মতো
ভালোবাসার সাম্রাজ্যে ব'সে আছি –
অথচ তুমি প্রবল বিক্রমে ভালোবাসা অধিকার করতে এলেনা,
আমি কতো সহজেই পরাজিত সম্রাটের মতো স্বপ্নের ভালোবাসাটি
তোমার সম্রাজ্ঞী হাতে তুলে দিতাম –
যে-ভালোবাসাটি কোনোদিনই তোমার হৃদয়ে তুলে দেয়া
সহজ হোলোনা।

কাঁঠালিচাঁপার শেকড় থেকে বাদলাপোকা

শেষ দুপুরে শ্রাবণীর ভরা বুক অসহ্য ব্যথায় টনটন ক'রে উঠলে
আমার নিঃসঙ্গ কাঁঠালিচাঁপার শেকড় থেকে চুপিসারে
অসংখ্য বাদলাপোকা তার চোখ ঠোঁট স্তনের দিকে ঘুরে ঘুরে উড়তে থাকে
আর তখনই নির্জনতার ডিমফুটে শালিখের ধারালো ঠোঁট ভেসে আসে
একচোখো ভিজে কাকেরা কি ভীষণ হুড়োহুড়ি ফেলে দেয়
এবং মাটিতে আমার পাখাছেঁড়া রক্তাক্ত শরীর প'ড়ে থাকে
আর আকাশে আমার উড়ন্ত প্রাণে বড় বড় ফোঁটায় ভালোবাসার
ছোঁয়া লাগে।

প্রেম পুড়লে যন্ত্রণা

গাছ পুড়লে কয়লা, প্রেম পুড়লে যন্ত্রণা, জীবন পুড়লে মৃত্যু
মানুষ তবুও বুকের মধ্যে অসংখ্য আগুন নিয়ে
অসংখ্য উত্তরের পেছনে কলম্বাসের মতো ছোটে –
তবু কোনো উত্তরেই পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনা মানুষ
অজস্র প্রশ্নের মধ্যেই কিভাবে যেন
অজস্র ছাপার ভুল গজিয়ে ওঠে।
সে তখন শিশুর মতো ভয়ে জানলায় কার্বলিক এ্যাসিড রেখে দেয়
কিংবা যুবকের মতো সাহসে সে তখন শরীরে নাইট্রিক এ্যাসিড
ঢেলে দেয়
মানুষ তখনও জীবন থেকে পালিয়ে যেতে পারেনা
মানুষ তখনও মৃত্যুর মধ্যে মাথা গুঁজতে পারেনা
পুরোনো মানুষ স্বর্ণকারের কৌশলে আবার ঝকঝকে নতুন মানুষ
হ'য়ে ওঠে।
ততদিনে প্রয়োজনে অথবা প্রতিযোগিতায় শুধুই
কিছু বাড়ি গাড়ি সাঁকো ওষুধ তৈরি ক'রে ফেলে মানুষ
তার নারীকেও দাবার ঘুঁটির মতো এ-ঘর থেকে সে-ঘরে
বসায় পুরুষ
প্রতিবারই অন্য পুরুষের বিছানা থেকে কুড়িয়ে আনতে ঘৃণা হয় –
গাছকয়লা প্রেমযন্ত্রণা জীবন মৃত্যুর বুড়িছোঁয়া তবু মানুষের শেষ হয়না।

স্থির বিশ্বাসের হাল

একটা স্থির বিশ্বাসের হাল ধরবার আগেই গভীর সমুদ্রে ভেসে পড়লাম –
দুঃসাহসী নাবিকের মতো এভাবেই জীবন নিয়ে ছিনিমিনি শুরু হ'য়ে গেছে

ভালোবাসা পর্যায়ক্রমে বিদেশী যাত্রীর মতো নতুন বন্দরে নামছে উঠছে,
কিছু সফলতা ঢেউয়ের মাথায় কখন সে তিমি হ'য়ে উঁকি দেবে জানা নেই,
কেবলই রঙকরা ইস্পাতের খোলের মধ্যে হিম দুঃখেরা চুঁয়ে চুঁয়ে ঢুকে প'ড়ছে,
দু'চোখে দূরবীনের ঝাপসা কাঁচে ঘুমন্ত সরীসৃপের মতো ভবিষ্যৎ জেগে আছে।

বাতিঘর নক্ষত্রের ষড়যন্ত্রে আমার আত্মাকে আজ যেন বাক্সবন্দী
ক'রে ঢালে গড়িয়ে দিয়েছে,
কিন্তু নারীর মৃতদেহের মতো ঐ সব দিশারীকে শুধুই পাথর হ'য়ে
চিতায় তুলে দেয়া যায়।
আমি সমস্ত জল সমস্ত মাটি সমস্ত মানুষকে বুঝতে বুঝতে চলেছি
তবু বুঝি সমস্ত মানুষ সমস্ত মাটি সমস্ত জলকে কখনই বোঝা যায় না,
পৃথিবীর কোনো দোভাষীই কোনো দু'জনকে সবটুকু বুঝিয়ে
উঠতে পারে না –
কেননা কোনো মানুষেরই আজও সঠিক জানা নেই সেকি
ব'লতে চায়, জানতে চায়।

এভাবেই কোনো স্থির বিশ্বাসের হাল ধরবার আগে জীবনের
শেষ বন্দরে পৌঁছে যেতে হবে –
তবু আমার ভালোবাসা-সফলতা আমার অশ্রু-আনন্দের ভাষা
কাউকেই বোঝাতে পারবোনা।

প্রবঞ্চিত প্রেমিকের চোখে প্রেমিকার জন্মদিন

ধারালো সাপের জিভের মতো তোমার এগ্‌শ্যাম্পুকরা ঈষৎ লালচে চুলগুলো এখন হাওয়ায় হিসহিস ক'রছে, নতুন শিকারকে বুঝি ঠিকমতো কব্জা করতে পারোনি আজও! ঝাঁঝরা করা উইঢিপির মতো স্তন দুটো থেকে প্রাক্তন দাঁত আর নখের স্মৃতি মুছে দেবার অক্লান্ত চেষ্টা ক'রে যাচ্ছে সিম্বলের সবুজ ফেনা। আর শরীরের অসংখ্য গভীর গুহা থেকে সুপ্রাচীন আদিমতার মতো তেড়ে আসছে জোরালো ইন্‌টিমেট।
তোমার এখন মনে পড়বার কথা নয় – আজ মাইল খাটেক দূরে দুটো ঘুমন্ত কুকুরের পাশে কৃষ্ণচূড়ার ছায়ায় কোজাগরী পূর্ণিমার দুপুরে লক্ষ্মীছাড়া হ'য়ে ব'সে রয়েছি। সকালে জলখাবার খাইনি, পকেটে শুধু নিরামিষ ভাত তরকারী খাবার মতো টাকা দেড়েকের বাজেট! পূজার ছুটির পরে স্কুল খুললে জয়েন করার সম্ভাবনা। এখনও বেশ কটাদিন পিঁপড়ের পৌদটিপে চালাতে হবে, চা-চারমিনারে বেহেড বেহিসেবী হওয়া চলবেনা। অথচ আজ তোমার জন্মদিনে তোমার সুগন্ধী মাথাটা একটু হেসে কাত হ'লেই আমারও মাংস পোলাও চপকাটলেট চা-চুমোর ঢালাও ব্যবস্থা থাকতে পারতো – আমিও সেকেণ্ড হ্যাণ্ড মার্কেটে ঘড়ি, প্রেসিডেন্সির রেলিংয়ে প্রাণের বইপত্তর বিক্রি ক'রে ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস থেকে অনায়াসে দেঁতো হাসি হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসতে পারতুম!
জানি, তোমার বান্ধবীরা এখন সমস্ত প্রতীকী উপহারের লিস্ট তৈরি ক'রছে – এই নতুন প্রেমিকদের সকলকেই একদিন উদ্বাস্তু হ'য়ে ঘুমন্ত কুকুরের পাশে কৃষ্ণচূড়ার ছায়ায় নিরামিষ ভাত তরকারী খাবার জন্যে চারমিনার পুড়িয়ে দুপুরের ভদ্রস্ত সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। আর তুমি গভীর রাত্তিরে কুসুম কুসুম গরম জলে ফাউণ্ডেশান তুলতে তুলতে জটিল হিসেব নিকেশের মধ্যে ডুবে যাবে – কারেন্সিনোটের কষ্টিপাথরে তোমার মাংসাশী প্রেমকে ঘষে ঘষে দেখবে, দেখবে বয়স্ক শালগাছটা তোমার টগ্‌বগে যৌবনকে ঠিকঠাক বেঁধে রাখতে পারবে কিনা! তারপর চূড়ান্ত অভিনয়ের চরম ক্লান্তিতে রহস্যময় নীল আলোয় আঁচল খসিয়ে পিরামিডের জংধরা পাল্লার মতো ব্লাউজের বোতাম খুলবে, ব্রেসিয়ারের ষ্ট্র্যাপে ঢিল দিয়ে উইঢিপির স্মৃতির ওপর আঙুল রাখবে, শাড়ি আর শায়াটা একটু আলগা ক'রে শরীরের প্রদর্শনী শেষ ক'রতেই তোমারই দুপায়ে থেঁতলানো তোমার আত্মা 'শাস্ত' ব'লে কঁকিয়ে কেঁদে উঠবে।

কোনো বোধিবৃক্ষের ছায়ায় জীবনকে

সমস্ত জীবন পাশাপাশি থাকলেও পাশাপাশি থাকতে চাইনা,
একসঙ্গে পথ চ'লতে চাইনা, একসঙ্গে পথপ্রান্তে পৌঁছতে চাইনা,
কোনো বোধিবৃক্ষের ছায়ায় একসঙ্গে জীবনকে দেখতে চাইনা,
কখনও গন্তব্য আকস্মিকভাবে এক হ'লেও একসঙ্গে হাঁটতে চাইনা।

প্রতিটি মানুষমানুষীকেই নিজস্ব অসহায়তায় অস্থির হ'তে হয় –
সমাধানের পথ ব'লে দিলেও নিজের ভ্রান্তপথেই ছুটে চলি,
চরমক্ষতি স্বীকার ক'রে রক্তাক্ত না হ'লে কিছুতেই নিজের ভুল স্বীকার
করিনা
ছোট্ট জীবনে প্রতিনিয়তই হাতে কলমে শিখতে হয় ব'লেই ভীষণ কম শিখি।

আমাদের কক্ষপথ সৌরজগতের মতো নির্দিষ্ট নিয়ম মানে না,
লক্ষ্যহীনভাবে গোটা পৃথিবীটা খোঁজার পর অত্যন্ত কাছেই প্রার্থিতকে
খুঁজে পাই।
আমার প্রয়োজনের মানুষী চতুর চক্রান্তে আমাকে প্রয়োজনের মানুষ
ভাবে না
অসীম করুণায় পাশাপাশি এসে দাঁড়ালেও অজ্ঞানতায় অনেক দূরে
সরে যাই।

নিজেকে ছড়িয়ে দিতে চাইলেও অন্তত একবিন্দু ব্যক্তিগত মাটিকে কিছুতেই
দেখতে দিইনা,
কপটতা নয়, মিথ্যাচারিতা নয়, আত্মপ্রবঞ্চনা নয়, একটা আবরণ না হ'লে
আমরা বাঁচতে পারি না।

মানুষের মাংসের গন্ধ, রক্তের রঙ

মানুষের মৃতদেহের পচাগন্ধকে ভীষণ ভয় পায় ব'লেই
মানুষ মর্গ থেকে মহাশ্মশানের দিকে
কাঁধ বদলাবদলি ক'রেও ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে থাকে,
পথের দুধারের জীবজন্তু উড়ন্ত পাখপাখালি তখন
তাদের দৃষ্টিতে নিঃশব্দ উপহাস আর ব্যঙ্গ মিশিয়ে দেয় –
মানুষের থেকে অনেক বেশি অকপট অকৃত্রিম ব'লেই
মৃতদেহ দাহ করার কোনো ব্যবস্থাই করেনি ওরা !

প্রতিটি মানুষকেই কেন যেন অসংখ্যবার ব্লাডব্যাঙ্ক থেকে ছুটতে ছুটতে
ক্লান্তভাবে কশাইখানায় মাংসের দোকানে একটু দাঁড়াতেই হয়,
চুপিসারে মিলিয়ে নিতে হয় রক্তমাংসের অন্তর্গত রক্তমাংসকে –
মানুষের মূল্য এমনই অস্বাভাবিকভাবে কমে যাচ্ছে যে
শুধু অঙ্গপ্রত্যঙ্গই নয় তার আত্মাও হয়তো একদিন
অন্য অন্ত্যজ প্রাণীর প্রয়োজনে লাগতে পারে !

তবু গাছগাছালি যে-দিব্য ভালোবাসার সূক্ষ্ম শরীরে
মাটি জল আকাশ বাতাসের বুকে নিস্পৃহ নীরবতায় ডুবে রয়েছে
মেধাবী মানুষ মাথাখুঁড়েও যেমন সে-শরীরে পৌঁছতে পারে না,
তেমনই পৌঁছতে পারেনা মাটিজল আকাশের ঘ্রাণে ডুবে থেকেও
পশু মাছ পাখি।
তখন কি-এক রহস্যময় করুণার মতো আঘাতের আকস্মিক আলোড়নে
কোনো বোধিবৃক্ষের মূলে সকলের সব আকাঙ্ক্ষা তুষারের মতো
ঝুর ঝুর ক'রে ঝ'রে যায় –
মাংসের গন্ধের রক্তের রঙের অকল্পনীয় অভিন্নতায়
পাখি মানুষ পশুরা পাশাপাশি [illegible] ঘুমিয়ে থাকে পৃথিবীর বাগানে !

মানুষকে মানুষের অবশিষ্ট ব'লে

প্রবীণ মহীরুহ উপড়ে প'ড়লেও, বাজ প'ড়ে জ্ব'লে গেলেও
তা মহীরুহ ব'লে চিনতে এতটুকু ভুল হয়না পৃথিবীর
প্রাচীন মন্দিরের চূড়ো ভেঙে পড়লেও, চিড় ধ'রে গেলেও
তা মন্দিরের পুণ্য পবিত্রতাকেই বুকে ধ'রে রাখে মায়ের মতো
প্রখ্যাত রাজপ্রাসাদ ধ্বংস হ'য়ে গেলেও, প্রজাতন্ত্রের পতাকা উড়লেও
তা রাজপ্রাসাদেরই ধ্বংসাবশেষের অনেক ইতিহাস তখনও ব'লে যায়
কিন্তু মানুষ তার দুর্ধর্ষ শর্তকে নির্মমভাবে ভঙ্গ ক'রলে, হত্যা ক'রলে
শত চেষ্টা ক'রেও ধুরন্ধর প্রত্নতাত্ত্বিকেরা যুগের কফিন থেকে
মানুষের খসখসে মরচে ধরা মনকে, কয়লার মতো জমাট মস্তিষ্ককে
মানুষের ধারালো পাথরচাপা হৃদয়কে, আলকাতরার মতো রক্তকে
মানুষের অবশিষ্ট ব'লে উদ্ধার ক'রতে পারে না, সনাক্ত ক'রতে পারে না।
মানুষেরা তখন ক্রমশ মানুষ থেকে, মানুষের অপার্থিব মহিমা থেকে
মানুষেরা তখন ক্রমশ বৃক্ষ থেকে, বৃক্ষের নিশ্চুপ সবুজ দর্শন থেকে
সাংঘাতিকভাবে নিজস্ব জটিলতলায় বন্যা পীড়িতের মতো বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ে
একদিন পাশাপাশি যাত্রা শুরু ক'রে, সমুদ্রের বিশালতাকে একমাত্র সাক্ষী রেখে
কোটি চিন্ময় অঙ্কুরের দ্বৈত শপথের কথা, প্রতিশ্রুতির কথা
মানুষ কেমন নির্দ্বিধায় ভুলে যেতে পারে, অস্বীকার ক'রতে পারে
কেমন নিঃসঙ্কোচে প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর অবলুপ্তির বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তকে
মিথ্যা প্রমাণ ক'রে যায় মানুষ, নিজেকেই মিথ্যা প্রমাণ করে মানুষ
অথচ বুদ্ধের মতো মহীরুহ প্রলয়ের মুহূর্তেও মহীরুহ থেকে যায়।
বোধিবৃক্ষ থেকে যায়।

তার গীতবিতানের সব পাতা পুড়ে গেছে

[২৫ বৈশাখের আগে অগ্নিদগ্ধ বোনের মৃত্যুতে]

খবর পেলাম, অভিমানী মেয়েটি জীবনের শেষগান গেয়ে নিয়েছে! নির্মম অভিজ্ঞতা দাবানলের মতো দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠলো। এই ভয়ঙ্কর ক্ষতির হিসেবনিকেশ আর কখনই বুঝি কষা যাবে না। মানুষের সমস্ত প্রিয় সম্পর্ক এক নিমেষেই কেমন যেন সাপের ফণার মতো হিলহিল ক'রে দুলছে। চতুর্দিকে সন্দেহের ঘুণধরা গাছ বাড়ি স্বপ্ন সামান্য সমস্যায় কি অসহায় হুড়মুড় ক'রে ভেঙে প'ড়লো।–অনেকের বিরুদ্ধে অনেক রক্তাক্ত অভিযোগ জানাবার থাকলেও সবই কেমন ভীষণ অর্থহীন হ'য়ে গেল!

সমস্ত দিন সমস্ত রাত্রি নিঃশ্বাস নেবার মতো ভালোবাসার বাতাস না-থাকলে পিরামিডের মধ্যে মশলা মোম মেখে মমির মতো অপেক্ষা করা ছাড়া মেয়েটির আর কি কিছুই করবার ছিলো?–মায়াবী প্রাণটুকু নিজস্ব ভঙ্গিমায় একটুও সুখী হ'তে পারলোনা! পেছনে ফেলে যাওয়া ওর অভিশপ্ত সুখ কিংবা দুঃখের স্মৃতিগুলো প্রেতশিলার পাথরের সিঁড়িকে কান্নায় ভিজিয়ে ভিজিয়েও মূর্খের মতো পৌঁছে দিলাম! যেন দীর্ঘকাল কাঁদতে পারবোনা ব'লেই হিসেবী মানুষের মতো একসঙ্গে সকলেই কয়েকদিন কেঁদে একটু হাহাকার ক'রে নিলাম!

পঁচিশে বৈশাখের ভোরে যে-অভিমানী মেয়েটি গান গাইবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলো, ভুলতে পারবোনা-যে তার গীতবিতানের সব পাতা সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে, তানপুরা-তবলায় চাপ চাপ ব্যথার ধুলো, আর ওর একমাত্র বান্ধবীর আশ্চর্য প্রশ্ন : ও কেন একবারও আমাকে জানালো না!

কাকতাড়ুয়া পুতে নিজেকেই

ধূমকেতুর ধোঁয়াটে লেজের মতো প্রতিটি মানুষের পেছনে
জলবসন্ত থেকে ওঠা এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো পথ প'ড়ে আছে –
কোনোটি চ'লে গেছে ভালোবাসা-ঘৃণার জমির দিকে ময়ূর-সাপ হ'য়ে,
আন্তরিকতা-অভিনয়ের জমির দিকে কোনোটি চ'লে গেছে নদী-নর্দমা হ'য়ে
জরিপের ফিতে ঈর্ষায় লতপত ক'রছে মানুষের হাতে – চক্রান্তের পেগ্‌
বুকের বাস্তুতে নিঃশব্দে গজিয়ে উঠছে। মদ গিলতে গিলতে
ঝোপঝাড় বাড়ছে রাগী কোদালে কেটে ফেলছে মানুষ।
বউয়ের স্বাস্থ্যের জন্যে বীজ বুনে লোভী মরাইয়ে তুলে ফেলছে মানুষ।
প্রতিবেশী গরুছাগল ঢুকে প'ড়লে ছুঁচোলো স্বার্থের
বাঁশ কখনো বোলাচ্ছে কখনো পেটাচ্ছে মানুষ। টুকরো শিল্পের
ছিটেফোঁটার মতো দু'একটা বুলবুলি টিয়া উড়ে এলে
নিজের কাকতাড়ুয়া পুতে নিজেকেই দাঁত খিঁচোচ্ছে মানুষ।
পনেরো-বিশ ফুট দাঁতাল বন্যা ভালো ক'রে ন্যাতা বুলিয়ে দিলে
হাহাকারের হাটে হেলিকপ্টার থেকে থুতু ফেলার মতো
পচা চিঁড়েগুড় লুফে নিচ্ছে মানুষ। জল ম'রে গেলে
ভিজে শ্মশানের খড়ে মাটি লেপে বহুরূপীর মতো
খেমটা নাচতে নাচতে বিসর্জনে যাচ্ছে উলঙ্গ মানুষ। –
ভালোবাসার মার্বেল পাথরে জম্পেশ ইমারত তুলবে ভাবলেও
বছর-বিয়োনো জল জড়িয়ে থাকছে কোমরভাঙা মানুষকে।
এ-ভাবেই প্রতিটি মানুষের পেছনে ধোঁয়াটে ধূমকেতুর বিকলাঙ্গ
লেজের মতো জলবসন্ত থেকে ওঠা এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো পথ প'ড়ে থাকছে।

স্মৃতিগুলোকে রোদে শুকিয়ে তুলে রাখি

ঠিকমতো বুঝে ওঠবার আগেই কিভাবে যেন
চরম কিছু পাওয়া হ'য়ে যায় –
পেয়ে নিতে হয় আনন্দ অশ্রুর প্রচণ্ড উন্মত্ততায়।
পশুর মতো স্বপ্ন দেখবার অধিকার না থাকলেও
মানুষ কেন-যে স্বপ্ন ছাখে বুঝতে পারি না,
সমস্ত দরজা জানলা বন্ধ ক'রে কাঁদতে চাইলেও
প্রতিবেশী বন্ধুর সামনে ব্যক্তিগত শোক কেমন যুক্তিহীন হ'য়ে পড়ে,
বেহিসেবী আনন্দের মাশুল দিতে দিতে কখন যেন
অজান্তেই সকলে ভিখিরি হ'য়ে যাই –
তবু কি ভীষণ অসহায়ভাবে স্মৃতিগুলোকে রোদে শুকিয়ে তুলে রাখি।
কিভাবে যেন ঠিকমতো বুঝে ওঠবার আগেই
চরম কিছু পাওয়া হ'য়ে যায়।

ভগ্নাংশের সরলের মতো জীবন

জীবনটা ভগ্নাংশের সরলের মতো ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা
জোর দিয়ে কখনই যার সঠিক উত্তরটা [redacted] ব'লতে পারা যায় না।

কখনো ভয়ঙ্কর হিংসায় সাইলকের মতো বুকের মাংস কেটে নিতেও
দ্বিধা করছিনা –
কখনো হর্ষবর্ধনের মতো সর্বস্ব দান ক'রেও তৃপ্ত হ'তে পারছিনা।
জীবিকা নারী কখনো জীবনে জলতরঙ্গের মতো বেজে উঠছে –
কখনো কড়িকাঠ থেকে ঝুলে থাকা দড়ির ফাঁসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।
একবার দেখছি পিঠে বোঝা মুখে কাঁটালতা পায়ের তলায় অফুরন্ত
গনগনে বালি,
আবার কখনো দেখছি বৃষ্টির মতো ভালোবাসা আমার কালো
ব্যথাগুলোকে ধুয়ে দিচ্ছে।
কখনো পরাজয় লজ্জা গ্লানি সমস্ত সত্তাকে চুরমার ক'রে ধুলোয়
মিশিয়ে দিচ্ছে,
কখনো বিজয়ী সম্রাটের মতো রথের চাকা মালা আর স্তবকের
স্তূপে আটকে যাচ্ছে।

আমি মনুষ্যত্বের মুমূর্ষু রক্তের স্রোত থেকে সবুজ দ্বীপের মতো
চেতনাকে জাগাতে চেয়েছিলাম
আমি বিশ্বাসের নিহত অন্ধকারের বুক থেকে পরশ পাথরের স্পর্শের
মতো উঠে আসতে চেয়েছিলাম,
কিন্তু জীবনটা আজও ভগ্নাংশের সরলের মতো ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা
জোর দিয়ে যার সঠিক উত্তরটা কখনই ব'লতে পারা যায় না!

দেবীদহে দু'ফোঁটা বুকের রক্ত ঢেলে

বুকের বন্ধ্যা রক্তকণাগুলো দেবীদহের বাঁশবনে
সেই প্রথম ও শেষবার গর্ভবতী হ'য়ে প'ড়লো!
ভরা সরোবরে নির্লজ্জ নৌকোর মতো
অপরিচিত পুরুষের উদোম বুকে মানসিক শরীর ডুবিয়ে দিলো মেয়েরা।
মুমূর্ষু ভালোবাসা মুড়িবেগুনীচা আর মাংসভাতচাটনীর
কোরামিনের নিড্‌ল্ বিঁধিয়ে কি দারুণ বিতৃষ্ণায়
বেড্‌শোর হ'য়ে-যাওয়া বিছানায় নগ্ন হ'য়েই উঠে বসলো।
পটাপট ছবি উঠে অনেকগুলো সম্ভাব্য ভাঁড়ামীর তারিখ
আবার তৈরি হ'য়ে গেল – জোকারের মতো সারাটাদিন আর
খানিকটা রাত সার্কাসে হুল্লোড় ক'রে আবার যে-যার
রঙজ্বলা ছেঁড়া তাঁবুতে শোয়ের হিসেব কষতে ফিরে এলাম।
আণবিক্ প্রতিক্রিয়ার মতো ছিটকে থাকা মোটাদাগের মানুষগুলো
নেহাতই আচমকা সচেতন শব্দের মতো বেহিসেবী জোট বাঁধলো,
অথচ কবিতাকে ভালোবাসলে যেমন বুকে ডিনামাইট বেঁধে
শত্রুপক্ষের প্যাটার্ণ ট্যাঙ্কের নিচে শুয়ে প'ড়তে হয় –
তেমন দুর্ধর্ষ আন্তরিকভাবে কেউই জীবনকে ভালোবাসতে পারলাম না
তবু দেবীদহের বাঁশবনে বুকের বন্ধ্যা রক্তকণাগুলো প্রথম ও শেষবার
গর্ভবতী হোলো।

রঙিন কাপড়ের টুকরোগুলো

রঙিন কাপড়ের টুকরোগুলো রক্তাক্ত হৃদপিণ্ডের মতো
সারা ঘরে ছড়িয়ে আছে –
কাঁচির চুমোয় মেশিনের চাপাস্বরে
ওদের ঠোঁটে বুকে উরুতে
বাজার করার ভাবনা, রেশন তোলার যন্ত্রণা
বরের টেরিকটের পাঞ্জাবির হাতশেলাইয়ের ধৈর্যের ফোঁড়ে
মিশে যাচ্ছে নিজের অনূঢ়া মেয়েকে পাত্রস্থ করার দীর্ঘশ্বাস,
শিশুপুত্রের ইংরিজি বর্ণপরিচয়ের সঙ্গে
টলমল ক'রে হাঁটছে সকলের নাছোড়বান্দা ভবিষ্যতের স্বপ্ন।
দশটা শীর্ণ আঙুল প্রতিবেশী খোদ্দেরের
শার্ট প্যাণ্ট ব্লাউজ শায়ায় ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে,
আর হনুমানের নাচে ভেঙে প'ড়ছে ঝাঁঝরা চালের জং
একবেলার এক-তরকারি-মাথা উদাসীন ভাতের থালায়! –
রঙিন কাপড়ের টুকরোগুলো রক্তাক্ত হৃৎপিণ্ডের মতো
সারা দেহে জড়িয়ে আছে।

বুকের মধ্যে চার ভুবন

বুকের মধ্যে প্রেমের ত্যাগের দিব্য তপোবন
তাই মাঝে মাঝেই মহাযোগী যাজ্ঞবল্ক মুনি,
বুকের মধ্যে ভোগবিলাসের সাতমহলা রাজপ্রাসাদ
তাই মাঝে মাঝে তিন মহিষীর রাজা দশরথ।
বুকের মধ্যে বিষের থলি সোনাগাছির সাপের ঝাঁপি
তাই মাঝে মাঝেই বুকে হেঁটে হিমরক্তের বাবু,
বুকের মধ্যে জমাট নরক কলকাতারই বস্তি আবর্জনা
তাই মাঝে মাঝে বোতলবাজ আর খুনখারাপি বোম্বেটে।

বুকের মধ্যে চারটে যুগের চার রঙেরই চার ভুবন
নাকি একটা বুকের একটা ঘরের চার ফিকিরের চার দেয়াল
মালিক হ'য়ে আলোর নেশায় মাঝে মাঝেই ভাঙি গড়ি দুঃসাহসী বুকখানা
ভাড়াটিয়া সাজি যখন পাওনা-দেনায় কবর খুঁড়ি চোরের মতো মাঝরাতে।

ইরাণীর তীরে ডালিয়ায় সাজানো চিতায়

[অনুজার অস্বাভাবিক মৃত্যুর স্মৃতিতে]

স্নিগ্ধ সন্ধ্যাদীপের শিখায় যথেষ্ট আলো হবেনা ভেবেই কি তোর সমস্ত সুন্দর শরীর দিয়ে ওই মারাত্মক আলো জেলেছিলি ? এতো অল্পদিনে তুই কি ক'রে জেনে ফেললি – ফুলবাগানের আলোয় ফোটে, পাখি আকাশের নীলিমায় ওড়ে, মেয়েরা হৃদয়ের গভীরতায় নিঃশ্বাস নেয় ?

শীতের শেষে সেদিন শেষরাত্রে কোলিয়ারীর কলোনীতে খনির গভীর খাদে কি অনেক অন্ধকার জমেছিলো ? মুকুল, তুই কি তোর জীবনের সঙ্গীকে কোথাও কোনো ফ্লোরেই খুঁজে পাচ্ছিলি না ? নাকি খুব কাছ থেকে খুব ভালো ক'রে শেষবার ওকে দেখবি ব'লে অতো ভালো ক'রে আলো জ্বালিয়েছিলি ? তবে কি মধ্যপ্রদেশের অনভ্যস্ত প্রচণ্ড শীতের রাতে বাঙালী মেয়ের ঘরে চাপ চাপ বরফ পড়ছিল ব'লে আগুন পোয়াচ্ছিলি ? নাকি ভয়ঙ্কর নিঃসঙ্গ রাত্রিতে ভীষণ ভয় পেয়েছিলি, ছোট্ট ভীতু বোনটি আমার ? শিকারীরা যেমন ক্লান্ত প্রতীক্ষার শেষে ক্যাম্পের চারপাশে বেশ করে আগুন জ্বেলে নিশ্চিন্তে ঘুমোয়, তুইও কি তেমন তোর ভালবাসার জঘন্য হত্যাকারীকে খুঁজে না পেয়ে এবারের মতো নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমোতে চেয়েছিলি ? কিন্তু অতো তীব্র আলো জ্ব'ললে কি গভীর ঘুমানো যায় রে ?

ইরাণী নদীর তীরে তোর জহরব্রতর শেষে গোধূলি তোর সিঁথিতে সিঁদুর হ'য়ে পায়ের পাতায় আলতা হ'য়ে ঝ'রে প'ড়ছিল তখন। তখন সন্ধ্যায় ডালিয়ায় সাজানো চিতায় তোর সুন্দর শরীরে আর একবার যে আশ্চর্য আলো জ্ব'লে উঠলো তা চোখের জলে নদীর জলে তোর ভালোবাসায় কতো স্নিগ্ধ হ'য়েছিলো।

চোখের মতো জানলা

পথের দু'পাশের উঁচু বাড়িগুলো কারাপ্রাচীরের মতো নীরন্ধ্র
অপরিচয় অবিশ্বাস অপ্রেম দিয়ে গাঁথা হ'য়েছে যেন –
পাথরের মতো দেয়ালে দরজা জানলার গ্রীলে
একফোঁটাও ভালোবাসার আঁশ ধরেনি -
যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের কয়েদীর মতো
সমস্ত মানুষকে রীতিমতো ভয় পায় ওরা।
সন্দেহের ধাক্কা খেয়ে খেয়ে অনুভূতিগুলো
ভোঁতা হ'য়ে তুবড়ে কিম্ভূত হ'তে হতে
পথিককে থুপ থুপ ক'রে চ'লে চলমান জেলখানা হতে হবে –
সেইসব মৃত আত্মার কাছে তখন কোনোদিন
চোখের মতো জানলা ফুটিয়ে দেয়া হবে,
মুক্তির মতো দরজা বসিয়ে দেয়া হবে। –
অথচ রামধনু রঙের বাড়িগুলো এখন কারাপ্রাচীরের মতো নীরন্ধ্র।

বিশ্বনাগরিকা

[শরৎ সাহিত্যের নারীচরিত্রকে মনে রেখে]

॥ কিরণময়ী ॥

আমরা ডুবে যাবার সময় তলিয়ে যাবার মুহূর্তে আমাদের
সুখী পাপপুণ্য চেতন অবচেতনে দমবন্ধ হ'য়ে ম'রে যায়,
নারী, তোমার উজ্জ্বলতাকে নিরুপায় দড়ির মতো তখন
আঁকড়ে ধরতে পারো। সব শরীরের মধ্যেই কন্যাকুমারিকার
মন্দিরের মতো পবিত্রতার সঙ্গে খাজুরাহোর ভাস্কর্যের
রক্তমাংস স্বাভাবিক নিয়মেই মিশে থাকে। নারী, মনে
থাকে না যে, ঘর-বাঁধবার গোধূলি লগ্নে তোমার মনপ্রেম
শরীর আত্মাকে অত্যন্ত সন্তর্পণে পৃথিবীর সমস্ত পুরুষের
বুক থেকে খুঁজে খুঁজে কুড়িয়ে আনতে হয়।

॥ অভয়া ॥

আজ বিশ্বসংসারে রক্তের খনির মতো সব উপনিবেশ
উঠে গেলেও নারী, তোমার বুকের ওপরে এখনও পুরুষের
আদিম যন্ত্রপাতি প'ড়ে আছে - চতুর্দিকে কেবলই তোমার
স্বপ্নের ভালোবাসার নিষ্ঠুর পিরামিড গাঁথা হ'য়ে চলেছে। —
তুমি পাহাড় নদী প্রান্তরের হাত ধ'রে বন্য হাওয়ার মতো
ছুটতে চাইলে এখনও কি ভীষণ আন্দোলন শুরু হ'য়ে যায়,
মিথ্যে ইতিহাস লেখা হতে থাকে।

॥ কমল ॥

পৃথিবীর সমস্ত স্থবির বিশ্বাসকেই একদিন পচামাংসের টুকরোর
মতো কুকুরের লকলকে জিভের সামনে ছড়িয়ে প'ড়তে হয়।
কোমল তরুণী প্রাণও আত্মরক্ষার অমোঘ কৌশলে কিভাবে
যেন ইস্পাত হ'য়ে যায়। পুরোনো আত্মা যেমন অলৌকিক
ইশারায় নতুন নতুন শরীরে জেগে ওঠে, তোমার পুরোনো
শরীরে তেমনই লুকোনো আগ্নেয়গিরির মতো জেগে ওঠে
আপোষহীন প্রেম। মন ভেঙে যায়, মন্ত্র ভেসে যায়,
ভালোবাসার মৃত ফুলদানি উপড়ে প'ড়ে, তখনও জীবনের
অস্থির ছাউনিতে তুমি কিছু সোনালী বোধ বেদুইনের
মতো সাজিয়ে রাখো নারী।

কবিতার উজ্জ্বল শরীরে ডুবে

আমাদের স্নায়ুগুলো বস্তির বেড়ায় ছেঁড়া ময়লা ন্যাকড়ার মতো ঝুলছিলো, কবিতার মারমুখি ঝড় সেগুলো কেমন অক্লেশে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ঘুণধরা পাঁজরার মধ্যে পচারক্ত অন্ধকারে কেবলই দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিলো, হারকিউলিসের তৎপরতার মতো কবিদের ক্ষুধার্ত স্রোত বুকের মধ্যে এখন গর্জন ক'রে বয়ে যাচ্ছে। অসংখ্য উত্তেজিত শরীর কবিতার উজ্জ্বল শরীরে কেমন শান্ত হ'য়ে ডুবে গেল – যেমন রূপসীর নগ্ন শরীরের মধ্যে ডুবে যায় অসংখ্য শান্ত উত্তেজিত পুরুষ।

শব্দেরা মিছিল ক'রে দেয়ালে দেয়ালে বিক্ষোভে ফেটে প'ড়ছে। ঝুলন্ত ছবির মুখ থেকে উপচে প'ড়ে কি একটা গভীর ব্যাকুলতা টপ্‌টপ্‌ ক'রে বুকে জমছে। গরম মাংসের কুঁচোর মতো কবির কুঁচিয়ে ফেলা ব্যাকরণ গোগ্রাসে গিলে ফেলছে অপরিণত মাথার সমুদ্র। চলনামা রাক্ষসী প্রতীক চিত্রকল্পে প্রাণপণ সাঁতরাচ্ছে কি অসহায় আন্তরিক মানুষ। ভয়ঙ্কর শেলের মতো ভাবনা ফেটে ফেটে আগুন ঝরছে চারদিকে। সুরের ধোঁয়ায় যেন পলাশীর মন্দিরে ঢেকে যাচ্ছে পূজারিণীর আলগা আদল।

রাতের জলঙ্গীর কাঁচাতীরে কখন যেন গাছের মতো অগণিত পদক্ষেপে শেকড় গজিয়ে গেছে। ঘুম ভেঙে বুক থেকে আকাঙ্খার নারীরা ভোরের শাড়ি ছেড়ে আলগোছে জলে নেমে গেছে কখন যেন। স্টেশনে প্ল্যাটফর্মে ট্রেনে বাসে বাস্কে পথে জীবন্ত পোস্টার : সাহেবনগরে কবি সম্মেলন।

ক্রমশ ফসিলের মতো একটা শব্দ

সমস্ত মানুষের বুকের মধ্যে ক্রমশ ফসিলের মতো
একটা শব্দ নিঃশব্দে চাপা প'ড়ে গেলে
মানুষেরা অলক্ষ্যে বয়স্ক হ'য়ে যায় –
তখন মৃত পর্বত মৃত অরণ্য মৃত নদী মৃত নারীর
মৌন মিছিলে কিছু স্মৃতির ইস্তাহার ক্লান্ত নার্সের মতো জেগে থাকে।
হুড়মুড় ক'রে প্রমোদভ্রমণের বাসটা ঘাড়ের ওপর এসে প'ড়লেও
সে কেমন দুঃসাহসীর মতো রাস্তা পার হ'য়ে নতুন রাস্তা ধরে
রোদ ম'রে গিয়ে বৃষ্টি থেমে গেলেও সে কেমন ছাতা মুড়তে ভুলে যায়
সে কেমন একান্ত পরিচিতের মুখের দিকেও দৃষ্টিহীনের মতো চেয়ে থাকে
অসুস্থ মানুষের মতো নির্দিষ্ট শব্দের বদলে সে কেমন ভুল শব্দ
উচ্চারণ ক'রে বসে।
তার অদৃশ্য কোদালের কোপে কেবলই চাপ চাপ ধুলোটে অতীত
উঠে আসে
ইতিহাস ঝাড়ুনে ঝেড়ে ঝেড়ে নিজেকে শোকেসে সাজিয়ে রাখে মানুষ
প্রতিটি মানুষ এভাবেই অসংখ্য মানুষের টুকরোয় ভেঙে যায় –
অথচ রক্তের ভেতর থেকে তখন কোনো পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র উঁকি দেয়না
স্যাঁৎসেঁতে মানুষকে ভয় করবার কিছু থাকেনা স্যাঁৎসেঁতে মানুষের।
অবশেষে আত্মসমর্পণকারী শত্রুসৈনিকের মতো
সমস্ত মানুষের বুকের মধ্যে যে ফসিল শব্দটা ধরা দেয়
তার পাঁজরে লাল শরীরের বিবর্ণ ফলকে লেখা থাকে 'আঘাত'।

The Fossil Word

If an afflicted word be buried stealthily
In the coffin of breast gradually like the fossil
The human habitants become aged unnoticed.
Then in the eternal funeral procession of the
Mum mountains, stern steppes, frozen fountains and
decomposed damsels
A few banners of memories beauty awake only liks the
tired nurses.
Albeit the tourists' luxury coach fails the brake and leaps
over him
Yet he crosses the avenue even like a valient and takes anew,
He even forgets to fold the umbrella utterly though the sun
bedims and rain ceases,
He peers long even at the very familiar face like a total blind,
He mumbles a melancholic word instead as if a morbid.
The heaps of dusty past only find their way in his spade
The mortal merely mops the primitive history to confine
himself in the museum.
Each soul thus breaks up into fragments of innumerable
effigies –
Yet no nuclear weapon explodes in the unconscious stream
of his blood
The moist man has nothing to bother with a moist one.
Ultimately then like the uprooted soldier surrenders
The fossil word to every aged coffin of breast –
And there on its dark red flap of sombre existence inscribed
Hurt.

তাপস রায় / কুকুরের মুখের মধ্যে বুভুক্ষুর হাত

ভিখিরির দেশের মানচিত্র ছিঁড়ে
বুভুক্ষুরা জড়ো হ'য়েছে
বন্যাত্রাণকেন্দ্রের মতো
প্যাণ্ডেলের চারদিকে।
আশাহীন বুভুক্ষার,
দুর্বাসার রক্তনেশা চোখ
প্যাণ্ডেল আর ডাস্টবিনে।
নিমন্ত্রিতের পাতের পরিত্যক্ত আবর্জনা
ফেলে আসে ডাস্টবিনে
কুকুরের কাছে।
বুভুক্ষুর পেটে অন্নের সাইক্লোন,
একটা হাত কুকুরের মুখের মধ্যে
আর একটা হাত ব্যস্ত, খুঁজতে 'গণতন্ত্র'।
যদি বুঝতো,
'ঝলসানো রুটিই পূর্ণিমার চাঁদ',
তাহলে বুভুক্ষার আখরোট চোখ
যেতনা ডাস্টবিনে।
মাংসের পরিত্যক্ত হাড়ের শুষ্কতায়
বুভুক্ষু জৈবিক উপাদান খোঁজে ডাস্টবিনে,
কুকুরের সাথে।
বুভুক্ষুর বুকের ভেতর জিওলমাছটা
বেঁচে আছে এখনও।

কাদের কালো হাত যেন
গুদামজাত ক'রছে গণতন্ত্র।

Tapas Roy / Hungry Hand Between The Jaws

Trampling down the mourning map
of the beggars' Country
the hungry destitutes crowd around
the prestigious wedding pandal
as the flood-strickens to a relief centre.
Their rage-red eyes like that of Saint Durvasa
ravenously oscillate from the pandal and to the dustbin –
the garbage of the distinctive invitees while
thrown there beside the dogs.
As if the cruel cyclone of Andhra
mercilessly reigns in the
starving intestine of the wretches
One of their hungry hands is penetrated deeply
in between the ferocious jaws of the cur
and the other is awfully engaged
in search of democracy.
If they would have relished in reality
the ever longing burnt bread
to be the fulgent moon,
their presently frustrated walnut-eyes
would not rush in to the dustbin.
Along with the greedy carnivora
the personified hunger craves for
the instinctive element
in the callous cartilage of the left meat.
The feeble climbing fish of survival
is yet alive in the shallow watertub of breast
of the utterly hungry souls.

Some drak invisible hands perhaps
are dreadfully devouring the democracy.

বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য / ছুরিটাকে শান দিয়ে নিচ্ছি

সাম্যবাদের শানেতে আমার ছুরিটাকে
শান দিয়ে নিচ্ছি লক্কা পায়রার পালকের মতো ক'রে,
সাহসকে বলিহারি যাই, বুকের পাটা ওঠা-নামাতে।
তবু সব্বাইকে ডেকে ওরা ব'লে বেড়ায় –
আমি নাকি সাধু, আমি নাকি সাধু।
ওটা ওদের স্বভাব নয় – কুৎসা রটানো
ওরা ভালবাসে হৃদয় দিয়ে, ভালোবাসি আমি
করুণা ক'রে ওদের মধ্যে কেউ যখন ঘৃণা ভরে তাকাতো
তখন আমার রন্ধ্রে রন্ধ্রে জ্ব'লে উঠতো আদিমতা।
সরীসৃপের দংশনের মতো ক'রেই হয়তো
আমার ছুরিটা বিদ্ধ হ'তে পারতো ওই
হাপরের মতো ওঠা-নামা বুকটাতে।
তারপর হয়তো তোমরা সব্বাই চমকে উঠতে।
সারাদিনের কর্ম্মক্লান্ত সূর্যটা যখন ঘরে ফিরবে
পশ্চিম আকাশে তখন যে গনগনে আঁচ উঠবে
তাতে আমার ছুরিটাকে টেম্পার দিয়ে নেব।

Biswanath Bhattacharya
Sharpening My Inward Knife

I am just sharpening my inward knife
Against the grindstone of so-called democracy
As a long-tailed pigeon sharpens its feathers
Against the scorching sun.
A rare repressed rage heaves in my breast
And I ambiguously admire myself for the dauntlessness,
Yet the people innocently go on popularising me
And place my purity beyond question !
I know it's not their obvious practice though,
But my consciousness pines as if they defame me –
In fact their hearts are one as that of mine.
But a soul while sympathetically used to look down upon
The man in mask within me –
My primitiveness would inflame through and through
And like the fierce stroke of a vicious reptile
My knife could have been pierced in my very breast
Which heaves like the bellow of a blacksmith, –
Then you all perhaps would have stirred !
And when the strenuous sun will step homeward down,
The western horizon burst into blood-red flame
I will dip ultimately my inward knife to temper in thee.

নিখিলেশ মোহান্ত / সজল কবিতা

আজ আর কবিতা নয় জল....
জল জল জলছবি জল
পা ছোঁয় আদুরে জল বুকের স্নেহকে
মাথার ঘোমটায় জল শরীরে শরীরে
দেহের চূড়ায় কাঁপে জল
জলদের দেহে নাচে জল
জল....জল....জল।

পৃথিবীর সমস্ত সংসারে আজ
জলের সংবাদ
খেঁজুরের কাঁটা ভেঙে জলের দুর্বার
বাবলা গাছের বুক ঢেকে ফেলে জল
পাঁকে, নর্দমায়, ড্রেনে, ছাদের কার্নিশে
তীক্ষ্ণ হাহাকারে আর্ত কাকের পালকে
জল টল টল....
জল আজ ভ'রে আছে অপূর্ণ বাতিল চৌবাচ্চা।

জল কার? কোন ভালবাসা পায়
এত দীর্ঘ জল!
জলই কি অশ্রুধারা! কচুরিপানার? করবীর?
জলই কি ভালবাসা পাড়াগাঁর গোয়ালে, খামারে!
কি খোঁজে জলের নিষ্ঠুরতা।

জল কেড়ে নেয়
প্রৌঢ়সময়ের স্থির আয়ু
কেড়ে নেয় প্রেমের জীবন
যৌবনের অসমাপ্ত রাত।

জল····জল····জল
জল টেনে নিয়ে যায় রক্তের সন্ধান
শিশু যুবা কিশোরীর নীল ভবিষ্যৎ জলভাসি
কোন ক্রূর অভিমানে প্রার্থনার স্বেদগন্ধ জল
ভ্রষ্টা স্বৈরিণী····জল····
জলই ভাসায়
কুঁড়েঘর চণ্ডীর মণ্ডপ
ভীতা ত্রস্তা রমণীর মুখে রাখে কামার্ত চিবুক।

জল জল জল শুধু জল
মাঠে ঘাটে
পৃথিবীর সমস্ত সবুজে ওড়ে জলের কেতন

জলই কি অশ্রুধারা! কার?
এত দুঃখ কার ছিল জমা নীরোর প্রেমিকা!

জল আজ ভয়ঙ্কর জল
জলের প্রলয়ে ধায় জল

তারও পরে মেঘভাঙা রোদের বুকেতে
জলই কাঁপে অসহায় অশ্রুদাবী জল।

Nikhilesh Mohanta / The Drenched Poem

Enough of poems....stretching stream....
Water, water, watery scene, solely water....
Fondling water touches the feet, touches the passion.
There is water on veils, on beauteous curves,
Water trembles on the bony peaks,
It is in the cloud and below it,
Water....water....solely water.

Water is spoken of alone at
Every corner of the world.
Terrific stream tramples down the thorns of date,
Water overcasts the breast of acacia....
It is in the mire, in outlet, in drain, on the cornice.
There is water in the helpless feathers of the shrilling crow,
And rippling....
Water is in the ever unfulfilled cancelled tank.

Whose fiancee water ? Does any love ever rear this
strephen stream ?
Is it tears ? of hyacinth ? of oleander ?
Is the water blessings any longer to rural cowshed
or farmhouse ?
What does the fierce fang of water seek for ?
It summons the steady longivity of age-old era,
Snatches the loving life, and
Murders the youthful passionate night yet to complete !

Water....water....solely water....
It drags the colourful future to shambles
Of infants, of youths, of damsels afloating.

For what shrewd sensitiveness
The meditated hymnal drop
Drops to the harlot-level down ?
Water....it's water that engulfs
The thatched hut and the shrine of the goddess,
And lays its lustful chin on shuddering
feminine face.

Water, water, water unlimited
On the fields and on the meadows,
And there on the entire greens of the earth
Flutter the colours of water.

If it is the ethereal tears, of whom ?
What breast does accumulate so vast a sigh
The lady-love of Nero !

Water, so perilous water....
The devastating effervescence of water rushes on.
The cloud shatters to pieces there after,
And on the breast of an emerging sun
Helplessly shivers the very water, the melancholic water.